[২০১৮] ১৩ এস. সি. আর. ২৪৮

আসার মহামদ এবং অন্যান্যরা

বনাম

ইউ.পি.রাজ্য

(২০১১ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৬১৭)

অক্টোবর ২৪,২০১৮

[এ. এম. খানউইলকার এবং এল. নাগেশ্বর রাও, বিচারপতিদ্বয়]

দণ্ড বিধি, ১৮৬০:

ধারা ৩০২ এবং ২০১ – খুন – পরোক্ষ সাক্ষ্য – তিনজন আসামির বিচার – এক আসামি (আপিলকারী নং ১) এর স্বীকারোক্তি – তার প্রেক্ষিতে মৃতদেহের উদ্ধার – পিডব্লিউ৭ এর অভিযোগের ভিত্তিতে নিখোঁজ সংবাদের মাধ্যমে এফ আই আর দাখিল – বিচার আদালত আসামিদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে – হাইকোর্ট দোষী সাব্যস্ত করলেও মৃত্যুদণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেছে – আপিলের পর, বলা হল: সমগ্র সাক্ষ্য এবং প্রমাণিত পরিপ্রেক্ষিতের আলোকে, নিম্ন আদালতগুলি আপিলকারী নং ১ কে ধারা ৩০২ এবং ২০১-র অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সঠিক ছিল – আপিলকারী নং ১ এর স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্য কোন স্বাধীন এবং মৌলিক সাক্ষ্য নেই যা অন্য দুই আসামির (আপিলকারী নং ২ এবং ৩) হত্যায় জড়িত থাকার বিষয়টি প্রমাণিত করে – তাদের বিরুদ্ধে শুধু স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচার করা সম্ভব নয় – অতএব, আপিলকারী নং ২ এবং ৩ ধারা ৩০২-এ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুক্তি পেয়েছে – তবে প্রমাণিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে এটা স্পষ্ট যে, তারা হত্যার বিষয়ে এবং মৃতদেহের অবস্থান সম্পর্কে জানতো এবং তবুও তারা তা গোপন রেখেছিল, যাতে আপিলকারী নং ১-কে রক্ষা করা যায় – অতএব, তাদের বিরুদ্ধে ধারা ২০১ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হওয়া উচিত। – সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ - ধারা ২৭। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২: ধারা ২৭ – সাক্ষ্য পরিধি – ধারা ২৭-এ ব্যবহৃত 'তথ্য' শব্দটি শুধুমাত্র 'বাস্তব শারীরিক বস্তু' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় – এতে একটি বস্তু উদ্ধার, যেখান থেকে এটি উত্পন্ন হয়েছে এবং আসামির এটি সম্পর্কে জ্ঞানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত।

সাক্ষ্য : স্বীকারোক্তি – সহ-অপরাধীর – অন্য সহ-অপরাধীর বিরুদ্ধে এটি ব্যবহার করা যাবে কিনা – বলা হয়েছে: সহ-অপরাধীর স্বীকারোক্তি একা অন্য আসামির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার ভিত্তি হতে পারে না যতক্ষণ না কিছু অতিরিক্ত সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যা তাদের অপরাধে জড়িত থাকার বিষয়টি সূচিত করে।

১ নং আপিলকারীর আবেদন খারিজ করে এবং ২ ও ৩ নং আপিলকারীর আপিল আংশিকভাবে মঞ্জুর করে আদালতের সিদ্ধান্ত ঃ

১. অপরাধ সংঘটনে আপিলকারীদের জড়িত থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সরাসরি সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলাটি শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং পরিচালনা উদ্দেশ্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে না পারার বিষয়টি, মৃত ব্যক্তিদের হত্যার বিষয়ে অভিযুক্ত নং ১-এর স্বীকারোক্তি এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মৃতদেহগুলি তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়া এবং পুলিশকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া, যেখান থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, যার পরিচয়ও বিতর্কিত হয়নি, সেই মেডিকেল প্রমাণের সাথে যে দুই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ ঘাড়ে পূর্ব-ময়নাতদন্তের আঘাতের ফলে শ্বাসকষ্টের কারণে হয়েছিল এবং এটি একটি নরহত্যার মৃত্যু সহ অন্যান্য প্রমাণিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দুটি আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত অপরাধের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার ভিত্তি হতে পারে না।

পদালা ভেরা রেড্ডি বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্যরা (১৯৮৯)সম্পুরক.(২) এস. সি. সি. ৭০৬; মুলখ রাজ ও অন্যান্যরা বনাম সতীশ কুমার ও অন্যান্যরা (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি. ৪৩: [১৯৯২] ২ এস. সি. আর. ৪৮৪; নিকা রাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য (১৯৭২) ২ এস. সি. সি. ৮০: [১৯৭৩] ১ এস. সি. আর. ৪২৮-এর উপর নির্ভরশীল।

২) সমস্ত সাক্ষ্য খতিয়ে দেখার পর এবং প্রমাণিত পরিস্থিতির সম্পূর্ণতা বিবেচনায় নেওয়ার পর, আদালত নিম্ন আদালত কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়, যা উচ্চ আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, আপিল নং ১-এর বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণের বিষয়ে, যিনি পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন এবং পুলিশ দলকে সেই জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

৩) যদি কোনো অপরাধ একটি বাড়ির গোপনীয়তার মধ্যে ঘটে যেখানে আসামিদের কাছে অপরাধ পরিকল্পনা ও সম্পাদনের জন্য সমস্ত সুযোগ থাকে এবং তারা যেকোনো সময় ও পরিস্থিতিতে এটি করতে পারে, তাহলে যদি কঠোরভাবে পরোক্ষ প্রমাণের নীতি অনুসরণ করা হয়, তবে আসামির দোষ সাক্ষ্য করতে পরিচালনার পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

ত্রিমুখ মরোটি কিরকান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০০৬) ১০ এস. সি. সি ৬৮১: [২০০৬] ৭ সম্পূরক. এস. সি. আর ১৫৬-এর উপর নির্ভরশীল।

৪) তথ্যগুলি আত্ম-প্ররোচনামূলক হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭-এ বিবেচিত "সত্য" শব্দটি "প্রকৃত বস্তুগত বস্তু"-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সত্যের আবিষ্কার এই কারণে উদ্ভূত হয় যে অভিযুক্তের দেওয়া তথ্য কোনও নির্দিষ্ট স্থানে তথ্যদাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান বা মানসিক সচেতনতা প্রদর্শন করে। এর মধ্যে একটি বস্তুর আবিষ্কার, যে জায়গা থেকে এটি তৈরি করা হয়েছে এবং তার অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিযুক্তের জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই নীতি প্রয়োগ করে আপিল নং ১-এর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত অপরাধের সাক্ষ্য নিশ্চিত করতে আদালতের কোনও দ্বিধা নেই।

বসন্ত সম্পত ডুপারে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (২০১৫) ১ এস. সি. সি ২৫৩-এর উপর নির্ভরশীল।

৫) সহ-অভিযুক্ত আবেদনকারী নং ১-এর স্বীকারোক্তি ব্যতীত, রাষ্ট্রপক্ষ এমন কোনও স্বাধীন মূল সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি যা দূরবর্তীভাবে ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী নং২ এবং ৩ জন হত্যার সাথে জড়িত ছিল। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নিজেই অন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি হতে পারে না যদি না অপরাধের সাথে তাদের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আরও কিছু উপস্থাপন করা হয়।

কাশ্মীরা সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য [১৯৫২] এস. সি. আর ৫২৬; ভুবোনি সাহু বনাম আর. (১৯৪৮-৪৯) ৭৬ আই. এ. ১৪৭; পেরিয়াস্বামী মূপান, ইন রে ইউ. এল. আর (১৯৩১) ৫৪ ম্যাড ৭৫; সম্রাট বনাম ললিত মোহন চাকেরবট্টি আই. এল. আর (১৯১১) ৩৮ ক্যাল ৫৫৯-এর উপর নির্ভরশীল।

হরিচরণ কুর্মি বনাম বিহার রাজ্য [১৯৬৪] ৬ এস. সি. আর ৬২৩ ~ অনুসরণ করা হয়েছে।

৬) আপিলকারী নং ২ এবং ৩ এর বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আপিলকারী নং ১ এর পুলিশকে দেওয়া স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বিচার শুরু করা যায় না, যদিও স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিক অংশটি গ্রহণযোগ্য এবং যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে। যেহেতু আপিলকারী নং ২ এবং ৩ এর হত্যায় জড়িত থাকার কোন মৌলিক সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি, তাই তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২ অনুযায়ী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না।

আসার মহম্মদ এবং অন্যান্যরা বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য।

এটি এও কারণ যে, অভিযোগটি যেমন প্রস্তুত করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র ধারা ৩০২ এর অধীনে অপরাধের জন্য এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২ এর সঙ্গে ধারা ৩৪ বা ধারা ৩০২ এর সঙ্গে ধারা ১২০-বি এর অধীনে অপরাধের জন্য নয়। এই বিষয়ে পরিচালনার পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং, এই আপিলকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২ অনুযায়ী অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হবে না।

৭) যাইহোক, আবেদনকারী নং২ এবং ৩ কে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না এই বিষয়টি তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে অপরাধ থেকে অব্যাহতি দেয় না। নথিভুক্ত থেকে প্রমাণিত পরিস্থিতিগুলি কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে মৃত ব্যক্তি আবেদনকারীদের সাথে একই বাড়িতে থাকতেন। আরও মৃত ব্যক্তি ছিলেন আবেদনকারী নং ৩-এর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং মৃত 'আই' ছিলেন মৃত * জেড '-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে জন্মগ্রহণকারী আবেদনকারী নং ৩-এর পুত্র ছাড়া আর কেউ নন। মৃত' জেড 'ছিলেন আবেদনকারী নং১-এর সৎ মা এবং মৃত' আই 'ছিলেন তাদের সৎ ভাই। এই সম্পর্কটি বিতর্কিত হয়নি। এটিও একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে মৃত ব্যক্তিরা হঠাৎ করে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। স্পষ্টতই, আবেদনকারী এবং ৩ জন তাদের খুঁজে বের করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা করেননি বা স্থানীয় পুলিশকে এই বিষয়টি জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। এটি প্রকৃতপক্ষে আবেদনকারী নং ৩, মৃত 'জেড'-এর স্বামী এবং মৃত নাবালক ছেলের বাবা '-এর স্বাভাবিক আচরণ বা আচরণ হতে পারে না, উপরন্তু, আবেদনকারী এবং ৩ জন আবেদনকারী নং ১-এর অনুরোধে তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পাওয়া দুটি মৃতদেহের পরিচয়কে চ্যালেঞ্জ করেননি। মৃত ব্যক্তিদের হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কেন তাঁরা কোনও ব্যাখ্যা দেননি (দু 'মাস পরে তাঁদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত)। একই সঙ্গে আবেদনকারী এবং ৩ জনের জানা ছিল যে মৃত ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁদের মৃতদেহ তাঁদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং তবুও তাঁরা আবেদনকারী নং ১, অপরাধীকে আইনি শাস্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সেই তথ্য প্রকাশ করেননি। অথবা, অন্য কথায়, যদিও তাদের বিরুদ্ধে হত্যার জন্য আইনগত প্রমাণের অভাবে দায়ী করা যায় না, তবুও তারা অবশ্যই ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ২০১ অনুযায়ী অপরাধে দোষী হবে, যা প্রমাণিত পরিপ্রেক্ষিতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাদের আচরণের বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা না দেওয়ার কারণে, এমনকি একটিও যৌক্তিক ব্যাখ্যা না দেওয়ার কারণে।

অনিবার্য এবং বৈধ উপসংহারটি অনুমান করা যায় যে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী।

মামলা আইন রেফারেন্স

(১৯৮৯) ২ সম্পূরক. এস সি সি ৭০৬	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৯২] ২এসসিআর ৪৮৪	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ৯
[১৯৭৩] ১এসসিআর ৪২৮	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১১
[২০০৬] ৭ সম্পূরক। এসসিআর ১৫৬	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১২
(২০১৫) ১ এসসিসি ২৫৩	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ২২
[১৯৫২] এসসিআর ৫২৬	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৫
(১৯৪৮-৪৯) ৭৬ ১এ ১৪৭	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৫
আইএলআর (১৯৩১) ৫৪ ম্যাড ৭৫	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৫
আইএলআর (১৯১১) ৩৮ ক্যাল ৫৫৯	নির্ভর করেছে	অনুচ্ছেদ ১৫
[১৯৬৪] ৬ এসসিআর ৬২৩	অনুসরণ করেছে	অনুচ্ছেদ ১৫

ফৌজদারি আপিল বিচারঃ ২০১১ সালের ১৬১৭ নং ফৌজদারি আপিল

২০০৮ সালের ১৬৩১ নং ফৌজদারি আপিলে এলাহাবাদের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের ৩০.০৭.২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

এস. কে. ভট্টাচার্য, এল. কে. পাণ্ডনাম, নীরজ ববি পাণ্ডনাম, মিসেস টমথিঙ্গানবি কোইজাম, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

রাজেশ কে সিং, প্রদীপ মিশ্র, উত্তরদাতার পক্ষে আইনজীবীরা।

এ. এম. খানউইলকর, বিচারপতি. আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

১. এই আপিলটি আলাহাবাদ হাইকোর্টের ৩০ জুলাই, ২০০৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত, যা ফৌজদারিআপিল নং ১৬৩১/২০০৮-এ পাস করা হয়। ওই রায়ে হাইকোর্ট আসামিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি) এর ধারা ৩০২-এর অধীনে দায়িত্ব প্রমাণিত হওয়ার রায়টি বহাল রেখেছিল, তবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং জরিমানা ধার্য করেছিল, এবং আইপিসি ধারা ২০১-এ দোষী সাব্যস্ত করা এবং ২ বছরের কারাদণ্ড ও জরিমানা সহ শাস্তি নিশ্চিত করেছিল, যা অতিরিক্ত সেশন আদালত/বিশেষ আদালত, জে.পি. নগর কর্তৃক সেশন ট্রায়াল নং ১৫৫/২০০৪-এ প্রদান করা হয়েছিল।

সংক্ষেপে বলা যায়, শাবাবুল (পিডব্লিউ-৭) নামে একজন ২০০৪ সালের ২৪শে জানুয়ারি দেদোলি থানায় তথ্য দিয়েছিলেন যে, ৩ নম্বর আপিলকারীর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহিদা বেগম, মুন্সির ছেলে আখতার মহম্মদ এবং তাদের ছেলে ইশলাম (প্রায় ১ বছর বয়সী), যারা গত দুই মাস ধরে গ্রাম থেকে নিখোঁজ ছিল, তা সত্ত্বেও তাদের পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি পুলিশকে জানায়নি। আপিলকারী যথাক্রমে ৩ নম্বর আখতার মোহাম্মদের প্রথম স্ত্রীর দুই ছেলে, আসার মোহাম্মাদ এবং আসরফ মোহাম্মাদ। এইভাবে, মৃত জাহিদা বেগম আবেদনকারী ১ ও ২ নম্বর আসার মোহাম্মদের সৎ মা। উপরোক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, হেড কনস্টেবল সুরেন্দ্র সিং (পিডব্লিউ-১০), যিনি হেড মোহরার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, জিডি নং৩২ (এক্সটেনশান কা-১৭)-এ প্রবেশ করেন। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, ডেডোলি পুলিশ স্টেশনের স্টেশন হাউস অফিসার পিডব্লিউ-৯ বীরেন্দ্র কুমার ত্যাগী, এসআই ডঙ্গার সিং ভার্মা (পিডব্লিউ-৬), মাঙ্গে রাম তোমর, নাথ প্রকাশ গুপ্তা, কনস্টেবল আসকার আলিয়া এবং এসএসআই হরেন্দ্র সিং (পিডব্লিউ-৪) সহ গ্রামে গিয়েছিলেন। আসর মহম্মদ (আপিল নং/অভিযুক্ত নং ১)-এর সাথে জিজ্ঞাসাবাদের পর, তিনি প্রকাশ করেন যে জাহিদা তাঁর সৎ মা এবং তাঁর ছেলে ইশলাম তাঁর সৎ ভাই। তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি অন্য দুই আবেদনকারীর সাথে জাহিদা ও ইশলাম উভয়কেই হত্যা করেছিলেন এবং তারপরে তাদের মৃতদেহগুলি তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি পুলিশ দলকে সেপটিক ট্যাঙ্কে নিয়ে যান এবং মঙ্গত ও জগদীশ বাল্মীকির (পিডব্লিউ-৮) সাহায্যে ঢাকনাটি সরিয়ে ফেলেন, যেখান থেকে মৃতদেহগুলি বের করা হয়েছিল। মৃতদেহগুলি অত্যন্ত পচানো ছিল এবং কার্যত কঙ্কালে পরিণত হয়েছিল। জাহিদা বেগমের দেহটি নাইলন কর্ড দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায় (এক্স. কা-১৮)। এরপর, মৃতদেহ উদ্ধারের মেমো প্রস্তুত করেন হরেন্দ্র সিং (পিডব্লিউ-৪)। এস.আই. ডুংগর সিং ভার্মা (পিডব্লিউ-৬) পোস্টমর্টেম রিপোর্ট করেন এবং তদন্ত রিপোর্ট প্রদান করেন। তিনি মৃতদেহ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও প্রস্তুত করেন এবং উদ্ধারের স্থানের একটি সাইট পরিকল্পনা আঁকেন (এক্সট.কা-১৯)। এরপর মৃতদেহগুলি পরবর্তী দিন, অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে পোস্টমর্টেম পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তারপর ইনকুয়েস্ট সাক্ষীদের বিবৃতি নথিভুক্ত করেন এবং আসরাফ মোহাম্মদ (আপিলকারী নং ২/আসামি নং ২) কে গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে যান, যার বিবৃতি একই দিনে নথিভুক্ত করা হয়।

বেগম বানু (পিডব্লিউ-১) এবং আক্রমের বিবৃতি ২৬ জানুয়ারী, ২০০৪ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়। আপিলকারী নং ৩ আখতার ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে গ্রেপ্তার হন। মৃতদেহগুলোর পোস্টমর্টেম করেন ড. কুলদীপ সিং (পিডব্লিউ-৫), যিনি লক্ষ্য করেন যে, জাহিদা বেগমের দেহে হায়য়ড হাড় এবং হায়য়ড কারটিলেজের ফ্র্যাকচার ছিল, যা তাঁর মতে শ্বাসরোধের কারণে মৃত্যুর কারণ (হায়য়ড হাড় এবং থাইরয়েড কারটিলেজের ফ্র্যাকচার) এবং মৃত্যুটি এক মাসের বেশি সময় আগে ঘটেছিল। ইশলাম-এর মৃতদেহের বিষয়ে, তিনি লক্ষ্য করেন যে, মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ (হায়য়ড হাড়ের ফ্র্যাকচার) ছিল। তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, চার্জশিট (এক্সট.কা-২১) ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ তারিখে আঞ্চলিক আদালতে জমা দেওয়া হয়। উক্ত আদালত মামলাটি সেশন আদালতে পাঠায়, যা জে.পি. নগরে সেশন ট্রায়াল নং ১৫৫/২০০৪ হিসাবে নিবন্ধিত হয়। সেশন আদালত ৫ আগস্ট, ২০০৪ তারিখে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেঃ

আদেশ

আমি, মুশফি আহমেদ, অতিরিক্ত সেস্. বিচারক, আপনাকে, আসর মহম্মদ, আসরফ এবং আখতারকে নিম্নরূপ অভিযোগ করছিঃ-

যে আপনি দুই মাস আগে ২৪.১.২০০৪ (পিএসকে তথ্যের তারিখ) থেকে পিএস ডিডোপলি জেলার সীমার মধ্যে পানয়াতি গ্রামে। এ. জে পি. নগর ইচ্ছাকৃতভাবে বা জেনেশুনে শ্রীমতী জাহিদা এবং ইশলামের মৃত্যুর কারণ হয়ে খুন করেছেন এবং এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা-৩০২ এর অধীনে এবং এই দায়রা আদালতের বিবেচনার মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

'উপরের তারিখ, সময় এবং স্থানে আপনার বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য হত্যার মতো কিছু অপরাধ সংঘটিত হয়েছে, উক্ত অপরাধের কিছু সাক্ষ্য অদৃশ্য হয়ে গেছে, উক্ত আসার মোহাম্মদ, আসরফ এবং আখতারকে আইনি শাস্তি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মৃতদেহগুলি নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০১ ধারা এবং এই দায়রা আদালতের বিবেচনার মধ্যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে।

এবং আমি এতদ্বারা নির্দেশ দিচ্ছি যে এই দায়রা আদালতের উক্ত অভিযোগে আপনার বিচার করা হবে। "

পরিচালনা ১০ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছে, যেমন পিডব্লিউ-১ বেগম বানো, পিডব্লিউ-২ হাজি ইকবাল, পিডব্লিউ-৩ নবাব জান, পিডব্লিউ-৪ হরেন্দ্র সিং, পিডব্লিউ-৫ ডাঃ কুলদিপ সিং, পিডব্লিউ-৬ ডুঙ্গার সিং ভার্মা, পিডব্লিউ-৭ শাবাবুল,

পিডব্লিউ-৮ জগদীশ, পিডব্লিউ-৯ ভি.কে. ত্যাগী এবং পিডব্লিউ-১০ সুরেন্দ্র সিং। আসামিদের প্রতিরক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অস্বীকার। তারা কোনো সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি। সেশন আদালত, সমস্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করার পর, অবশেষে মনে করেছিল যে, যদিও এটি একটি পরোক্ষ প্রমাণের মামলা ছিল, প্রসিকিউশন আসামিদের অপরাধ সাক্ষ্য করতে সফল হয়েছে এবং তা সঠিক সন্দেহের বাইরে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২ এবং ২০১ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেছে। উপরে উল্লেখিতভাবে, সেশন আদালত ১ মার্চ, ২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশে, ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ৩০২ অনুযায়ী অপরাধ করার জন্য মৃত্যুদণ্ড এবং জরিমানা প্রদান করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি, ধারা ২০১ অনুযায়ী অপরাধের জন্য ২ বছরের কারাদণ্ড এবং জরিমানা প্রদান করে, প্রতিটি আপিলকারীর জন্য।

৪) তিনজন আবেদনকারীই ২০০৮ সালের ফৌজদারি আপিল নং১৬৩১ হিসাবে হাইকোর্টে আপিলে বিষয়টি বহন করেছিলেন, যা ২০০৮ সালের রেফারেন্স নং ৩ হিসাবে হাইকোর্টের প্রাপ্ত মৃত্যুর রেফারেন্সের সাথে শুনানি হয়েছিল। হাইকোর্ট নথিভুক্ত থাকা প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন করে এবং তার আগে উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলি উল্লেখ করার পরে বিচার আদালতকর্তৃক গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করে। উপসংহারে, হাইকোর্ট নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

২৭) আমরা আবেদনকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীর জমা দেওয়া তথ্য এবং আলোকনাথ দত্তের (উপরে উল্লিখিত) ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্তের সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেছি। সিদ্ধান্তটি দেখার পর, আমাদের অবশ্যই বলতে হবে যে উক্ত সিদ্ধান্তটি বিভিন্ন তথ্য ও পরিস্থিতিতে উপস্থাপিত হয়েছে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবাহিত হয়েছে। উক্ত মামলায়, শীর্ষ আদালত অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের খালাস করে রায় দিয়েছিল যে এমন কোনও সরাসরি সাক্ষ্য নেই যা থেকে এটি অনুমান করা যেতে পারে যে অন্যান্য আপিলকারীরাও উক্ত ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন এবং তাদের উপস্থিতি কোনও সাক্ষী লক্ষ্য করেননি এবং আরও যে কেউ তাদের বাড়িতে একসাথে দেখেনি এবং কোনও দেহ মৃণাল দত্তকে একবারও বাড়িতে আসতে দেখেনি। উক্ত সিদ্ধান্তে অভিযুক্তদের ১২০খ ভারতীয় দণ্ড বিধির ধারার অধীনে খালাস দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একই বাড়িতে বসবাস করছিলেন এবং তারা মৃত ব্যক্তির খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। অতএব, বর্তমান মামলার তথ্যের প্রয়োগের জন্য উক্ত মামলার তথ্যগুলি আমদানি করা যাবে না।

২৮) আমরা নথিভুক্ত থাকা প্রমাণগুলি যত্নসহকারে পর্যালোচনা করেছি। সাক্ষ্য এবং পরিস্থিতি অনুসারে, এতে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই যে, পরিচালনা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে সাক্ষ্য করেছে যে মৃত ব্যক্তির মৃত্যু ছিল হত্যাযজ্ঞে।

ডাক্তার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে জাহিদা বেগমের মৃত্যুর কারণ ছিল অ্যাসফিক্সিয়া (হায়য়েড হাড় এবং থাইরয়েড কার্টিলেজের ফ্র্যাকচার) এবং ইসলামের মৃত্যুও ছিল অ্যাসফিক্সিয়া (হায়য়েড হাড়ের ফ্র্যাকচার)। পরিচালনা তার মামলাটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে সাক্ষ্য করেছে। অভিযুক্তের অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করে আরেকটি পরিস্থিতি হল যে, মৃতদেহগুলি আপিলকারীর বাড়ির ভিতরে অবস্থিত সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল, তাও আসর মোহাম্মদের নির্দেশে। পিডব্লিউ-৩ নবাব জান এবং পিডব্লিউ-৮ জগদীশ কোনও কথা না বলে বলেছিলেন যে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে আসর মোহাম্মদের নির্দেশে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, মৃতের পরিচয় নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই। আরও একটি পরিস্থিতি আবেদনকারীদের দিকে আঙুল তুলেছে যে আবেদনকারীরা প্রায় দুই মাস ধরে মৃত ব্যক্তির নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে কোনও প্রতিবেদন দায়ের করেননি বা ধারা ৩১৩ ফৌজদারি কার্যবিধিএর অধীনে তাদের বিবৃতিতে তাদের মৃত্যুর বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেননি।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

উচ্চ আদালত অবশ্য উল্লেখ করেছে যে, বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি বিরলতম মামলার আওতায় আসবে না, যে কারণে এটি আবেদনকারীদের মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি নিশ্চিত করেনি। উচ্চ আদালত, পরিবর্তে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে সাজা কমিয়ে দিয়েছে। সুতরাং, আবেদনকারীদের দায়ের করা আপিল আংশিকভাবে সেই পরিমাণে অনুমোদিত হয়েছিল এবং ৩০ * জুলাই, ২০০৯ তারিখের বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে রেফারেন্স প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।

৫) আপীলকারীরা ক্ষুব্ধ বোধ করে বর্তমান আপিল দায়ের করেছেন। আপীলকারীদের প্রধান যুক্তি হল যে যদিও এটি নীচের দুটি আদালত দ্বারা নথিভুক্ত করা তথ্যের সমবর্তী অনুসন্ধানের মামলা, তবে এটি সুস্পষ্ট ত্রুটিতে পূর্ণ এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে পরিচালনা দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য পরিস্থিতিগত প্রমাণের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অপরাধের সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মানের প্রমাণের চেয়ে কম। এতে, অপরাধ করার পিছনে উদ্দেশ্যটি আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি, দুটি মৃতদেহ সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না, এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক কম যে এটি যথাক্রমে আপিল নং ৩-এর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং আপিল নং ৩-এর পুত্র ছাড়া অন্য কারও ছিল না।

এটি জোরালোভাবে দাবি করা হয় যে, পুলিশ পিডব্লিউ-৭-কে তথ্যদাতা হিসাবে স্থাপন করেছে, যিনি পুলিশের একজন বাধ্যতামূলক তথ্যদাতা ছিলেন। যদি তার সাক্ষ্য বাতিল করতে হয়, তবে পরিচালনা মামলার উৎপত্তি অবশ্যই ভেঙে পড়তে হবে এবং এই ক্ষেত্রে বাকি পরিস্থিতি বা প্রমাণের কোনও লাভ হবে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে অপরাধের তদন্তের সময় পুলিশ দ্বারা প্রস্তুত অন্যান্য প্রতিবেদনগুলিও পরিচালনা মামলার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি করা হয়েছিল। এটি বাতিল করা উচিত। এটি জমা দেওয়া হয় যে পরিচালনা দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ, সম্পূর্ণ বা এমনকি আংশিকভাবে নেওয়া হয়েছে, কোনও কল্পনার প্রসার ছাড়াই অপরাধের ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের জটিলতা প্রতিষ্ঠা করে। পরিচালনা মামলাটি যে অনুমানের উপর নির্ভর করে তা অপ্রমাণিত। উপরন্তু, অভিযুক্তের পুলিশের কাছে করা বিবৃতি, যা পরিচালনা মামলার ভিত্তি, প্রমাণের ক্ষেত্রে অগ্রহণযোগ্য এবং কোনওভাবেই সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না। এই সমস্ত কারণে, আপিলকারীদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা অপরাধের ফলাফল তথ্য বা আইনের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য করা যায় না।

৬) রাষ্ট্রের পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি অবশ্য আপিলের অধীনে রায়কে সমর্থন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে সত্যের সমবর্তী ফলাফলের বিরুদ্ধে কোনও হস্তক্ষেপের নিশ্চয়তা নেই। তিনি জমা দিয়েছেন যে পরিচালনা পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং চেইনটি সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ, অপরাধ করার ক্ষেত্রে আপিলকারীদের জড়িত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে এবং অন্য কোনও সম্ভাবনাকে খারিজ করে। তিনি জমা দিয়েছেন যে আপিলগুলি খারিজ করার যোগ্য

৭) আমরা শুনেছি আবেদনকারীদের আইনজীবী জনাব এস কে ভট্টাচার্য এবং উত্তরদাতার আইনজীবী মিঃ রাজেশ কে সিং। আমরা মূল নথিভুক্ত সহ পুরো নথিভুক্তটি পর্যবেক্ষণ করেছি।

৮) তিদ্বন্দ্বীদের বক্তব্য বিবেচনা করার আগে, এটা মনে রাখবেন যে বর্তমান মামলায় অপরাধ সংঘটনে আপিলকারীদের জড়িত থাকার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সরাসরি সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি। রাষ্ট্রপক্ষ তার মামলাটি শুধুমাত্র পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। পদালা বীরা রেড্ডি বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য বিভাগে এই ধরনের বিষয়গুলি কীভাবে পরীক্ষা করা উচিত সে সম্পর্কে আইনি অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

"১০) ..... এই আদালত একটি সিরিজ রায়ে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করেছে যে, যখন একটি মামলা পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তখন সে প্রমাণটি নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি পূর্ণ করতে হবে:

(১) _ যে পরিস্থিতি থেকে অপরাধবোধের একটি অনুমান আঁকার চেষ্টা করা হয়, তা অবশ্যই দৃঢ়ভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে;

(২) সেই পরিস্থিতিগুলি অভিযুক্তের অপরাধবোধের দিকে নির্দেশ করে একটি নির্দিষ্ট প্রবণতার হওয়া উচিত;

(৩) সামগ্রিকভাবে নেওয়া পরিস্থিতিগুলি এমনভাবে সম্পূর্ণ একটি শৃঙ্খল তৈরি করা উচিত যাতে এই সিদ্ধান্ত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না যে সমস্ত মানব সম্ভাবনার মধ্যে অপরাধটি অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল এবং অন্য কেউ নয়; এবং

(৪) দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পরিস্থিতিগত সাক্ষ্য অবশ্যই সম্পূর্ণ এবং অভিযুক্তের অপরাধ ছাড়া অন্য কোনও অনুমানের ব্যাখ্যায় অক্ষম হতে হবে এবং এই ধরনের সাক্ষ্য কেবল অভিযুক্তের অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত নয় বরং তার নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। (গম্ভীর বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য দেখুন।)

১১) এছাড়াও দেখুন রামা নন্দ বনাম, হিমাচল প্রদেশ রাজ্য, প্রেম ঠাকুর বনাম, পাঞ্জাব রাজ্য, ঈরাবাদ্রপা অ্যালিয়াস কৃষ্ণাপ্পা বনাম, কর্ণাটক রাজ্য, গিয়ান সিং বনাম, পাঞ্জাব রাজ্য, বাল্বিন্দর সিং বনাম, পাঞ্জাব রাজ্য।

৯) মুলখ রাজ ও অন্যান্য বনাম সতীশ কুমার ও অন্যান্য মামলায়, আদালত অনুচ্ছেদ ৪ এর আইনগত অবস্থান সংক্ষেপে পুনঃব্যাখ্যা করেছে, যেমন নিম্নরূপ:

"৪) অবশ্যই, এই মামলা পরোক্ষ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে। এটি পুনঃব্যাখ্যা করা আবশ্যক যে, যখন একটি মামলা পরোক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন পরিচালনা উচিত সমস্ত পরিস্থিতি সাক্ষ্য করা যা অপরাজেয় শৃঙ্খলায় সংযুক্ত, যা একমাত্র একটি উক্তি তৈরি করবে যে আসামি অপরাধটি করেছে। যদি প্রমাণিত পরিস্থিতি থেকে আসামির নির্দোষিতার কোনো অন্য যুক্তিসঙ্গত অনুমান করা যায়, তবে আসামি উপকার পাবেন। যা প্রয়োজন তা হল পরিমাণগত নয়, গুণগত, নির্ভরযোগ্য এবং সম্ভবনাময় পরিস্থিতি যা আসামিকে অপরাধের সঙ্গে সংযুক্ত করতে শৃঙ্খলাটি পূর্ণ করবে।

যদি অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের আচরণ প্রশ্নবিদ্ধ হয় তবে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আচরণও প্রাসঙ্গিক তথ্য। অতএব, অভিযুক্তের সাধারণ আচরণের অনুপস্থিতি এবং মামলার মানবিক সম্ভাব্যতাও প্রাসঙ্গিক হবে। আদালতকে অবশ্যই পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সাক্ষ্য মূল্যায়ন করতে হবে এবং যদি এটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে অভিযুক্ত অপরাধ করেছে, তবে অভিযোগটি অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে এবং দোষী সাব্যস্ত করা হবে এবং সাজা অনুসরণ করা হবে।

১০) আসুন আমরা সেই পরিস্থিতিতে ফিরে যাই যা বিচার আদালতএবং হাইকোর্টের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার জন্য প্রশংসা করেছিল যে প্রমাণিত পরিস্থিতির শৃঙ্খলটি কোনও সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে কেবল অভিযুক্তরাই এই অপরাধের সাথে জড়িত ছিল। সেই প্রমাণিত পরিস্থিতিগুলি নিম্নরূপ বর্ণনা করা যেতে পারে

(i) নিখোঁজ ব্যক্তিদের (জাহিদা এবং ইশলাম) সম্পর্কিত তথ্য গ্রামের প্রহরী অর্থাৎ শাবাবুল (পি. ডব্লিউ. ৭) দিয়েছিলেন।

(ii) নামধারী দুই ব্যক্তি প্রায় দুই মাস ধরে নিখোঁজ ছিলেন এই বিষয়টি আরও জোরালো হয় যখন পুলিশ গ্রাম পরিদর্শন করে এবং বিশেষ করে "অভিযুক্ত-আসর মহম্মদ (আবেদনকারী নং ১)-এর স্বীকারোক্তি" যে নিখোঁজ দুই ব্যক্তিকে তিনি এবং অন্য দুই অভিযুক্ত, অর্থাৎ, আসরফ মহম্মদ এবং আখতার (আবেদনকারী যথাক্রমে 'নং ২ এবং ৩) হত্যা করেছেন এবং "তাদের মৃতদেহগুলি সে তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দিয়েছে"।

(iii) জাহিদা ও ইশলামের ব্যাপারে আপিলকারীদের দ্বারা কোনও 'নিখোঁজ প্রতিবেদন' দায়ের করা হয়নি, তাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত কারণগুলির জন্য,

(iv) আপিল নং পুলিশকে বলেছিলেন যে তিনি মৃতদেহগুলি ফেলে দেওয়ার জায়গাটি দেখাবেন এবং তিনি পুলিশ দলকে আপিলকারীদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেই জায়গায় নিয়ে যান, যা তাঁর একচেটিয়া জ্ঞানের মধ্যে ছিল এবং দুটি মৃতদেহ বের করার সুবিধার্থে সেপটিক ট্যাঙ্কের ঢাকনা নিজেই খুলেছিলেন যা তিনি জাহিদা এবং ইশলামের বলে স্বীকার করেছিলেন।

(v) আপিলকারীদের বাড়ির পেছনের সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে উদ্ধার করা দুইটি মৃতদেহের একটি ছিল প্রায় ৩২ বছর বয়সী একটি পূর্ণাঙ্গ মহিলার এবং অপরটি ছিল প্রায় ১১ বছর বয়সী একটি পুরুষ শিশু, যা যথাক্রমে জাহিদা এবং ইশলাম এর বয়সের সাথে মিলে।

(vi) মৃতদেহগুলি অত্যন্ত পচনশীল অবস্থায় সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে অপসারণের এক মাসেরও বেশি সময় আগে ফেলে দেওয়া হয়েছিল

(vii) উভয় মৃতদেহের ঘাড়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশে অ্যান্টে-মর্টেম আঘাত লক্ষ্য করা গেছে, যা চিকিৎসা সাক্ষ্য অনুসারে, শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যুর কারণ এবং নরহত্যার মৃত্যুর ঘটনা ছিল

(viii) অভিযুক্তরা দুটি মৃতদেহের পরিচয় জাহিদা ও ইশলামের বলে দ্বিমত পোষণ করেনি বা কোনও ব্যাখ্যাও দেয়নি, যদিও তারা অপরাধমূলক প্রমাণের মুখোমুখি হয়েছিল।

(ix) জাহিদা এবং ইশলাম, যারা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিল এবং একই বাড়িতে থাকত, তাদের সম্পর্কে তারা কেন 'নিখোঁজ অভিযোগ/প্রতিবেদন' দায়ের করেনি তার কারণ সম্পর্কে অভিযুক্তদের দ্বারা কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপন করা হয়নি বা কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি; অথবা তারা কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি যে তারা দুজনেই এখনও বেঁচে ছিল এবং অন্য কোথাও বসবাস করছিল। একইভাবে, জাহিদা ও ইশলামের মৃত্যুর কারণ বা সেই বিষয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি, যে পরিস্থিতিতে তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে তাদের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল এবং মৃতদেহের গুরুত্বপূর্ণ অংশে প্রাক-ময়নাতদন্তের আঘাতগুলি সম্পর্কেও, যা চিকিৎসা সাক্ষ্য অনুসারে, শ্বাসকষ্টের কারণে মৃত্যুর কারণ ছিল।

১১) বিচার আদালত ও হাইকোর্ট ৪ থেকে ১০ জন পিডব্লিউ-এর সাক্ষ্য সহ নথিভুক্ত সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে অপরাধের সঙ্গে অভিযুক্তদের জড়িত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে উপরোক্ত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে। উভয় আদালতই বেগম বানো (পিডব্লিউ-১), হাজী ইকবাল (পিডব্লিউ-২) এবং নবাব জান (পিডব্লিউ-৩)-কে শত্রুভাবাপন্ন ঘোষণা করার বিষয়টি লক্ষ্য করেছে, যার ফলে জাহিদা ও ইশলাম হত্যার পিছনে উদ্দেশ্যের বিষয়টি রাষ্ট্রপক্ষ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। গুরুতর বিষয় হল, এই শত্রু সাক্ষীরা (পিডব্লিউ ১ থেকে ৩) জাহিদা এবং ইশলাম এর আসামির সাথে সম্পর্ক এবং তারা গায়েব হওয়ার আগে একই বাড়িতে আসামিদের সাথে বসবাস করছিলেন, এই বিষয়টি অস্বীকার করেনি।

যাই হোক না কেন, উভয় আদালত রায় দিয়েছে যে রাষ্ট্রপক্ষের দ্বারা উপস্থাপিত সাক্ষ্য থেকে উদ্ভূত অন্যান্য প্রমাণিত পরিস্থিতি, উপরে উল্লিখিত অপরাধমূলক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হওয়া সহ অভিযুক্তদের কঠোর নীরবতা, তাদের বিরুদ্ধে অপরাধবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল এবং জাহিদা ও ইশলাম হত্যার জন্য অভিযুক্তরা দায়ী ছিল তা ছাড়া অন্য কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। তারা মৃত ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল (যেহেতু জাহিদা অভিযুক্ত আখতারের দ্বিতীয় স্ত্রী (আপিল নং ৩) এবং ইশলাম তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে জন্মগ্রহণকারী পুত্র ছিল; এবং আপিলকারী (নং১) এবং ২ জন জাহিদার সৎ পুত্র এবং ইশলামের সৎ ভাই ছিলেন)। জাহিদা ও ইশলাম নিখোঁজ হওয়ার আগে তারা সবাই একই বাড়িতে থাকতেন। এই বিষয়টি শাবাবুল (পিডব্লিউ-৭) পুলিশকে জানিয়েছিলেন। শাবাবুল পুলিশের বেতনে রয়েছেন এই প্রমাণিত সত্যটি উপেক্ষা করার ভিত্তি হতে পারে না যে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করার আগে প্রায় দুই মাস ধরে জাহিদা ও ইশলাম নিখোঁজ ছিলেন। আপিলকারীদের মধ্যে কেউই জাহিদা এবং ইশলামের সাথে তাদের সম্পর্ক অস্বীকার করেননি, অথবা জাহিদা এবং আশলাম এখনও জীবিত এবং অন্য কোথাও বসবাস করছেন তা দেখানোর জন্য প্রতিরক্ষায় কোনও সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে বিরক্ত হননি। নিকা রাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের মামলায় এই আদালত উল্লেখ করেছে যে অভিযুক্ত এবং মৃত (তার স্ত্রী) একসঙ্গে থাকত এবং যেহেতু অভিযুক্ত তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই এটি তার অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করেছিল এবং এইভাবে আদালত এই ধরনের অনুমান করেছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করার জন্য যথেষ্ট যে পিডব্লিউ-১, পিডব্লিউ-২ এবং পিডব্লিউ-৩ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং রাষ্ট্রপক্ষ যে উদ্দেশ্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি তা দুটি আদালত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করা অপরাধের অনুসন্ধানের সঠিকতা নিয়ে সন্দেহ করার ভিত্তি হতে পারে না অন্যান্য প্রমাণিত পরিস্থিতির ভিত্তিতে যার মধ্যে রয়েছে জাহিদা বেগম ও ইশলাম হত্যার বিষয়ে অভিযুক্ত নং ১-এর স্বীকারোক্তি এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, মৃতদেহগুলি তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়া এবং পুলিশকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেখান থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, যার পরিচয়ও বিতর্কিত হয়নি, এই মেডিকেল প্রমাণের সাথে যে দুই মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধের কারণে তাদের মৃত্যুর ফলে ঘাড়ে পূর্ব-ময়নাতদন্তের আঘাতের কারণে হয়েছিল।

১২) সমস্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে এবং প্রমাণিত পরিস্থিতির সামগ্রিকতা বিবেচনায় রেখে, আমরা বিচার আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত, যা হাইকোর্ট দ্বারা বহাল করা হয়েছে, আপিলকারী নং ১ – আসর মোহাম্মদ এর বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে। আসর মোহাম্মদ পুলিশকে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল এবং মৃতদেহগুলি যেখানে ফেলা হয়েছিল, সেই স্থানে পুলিশ দলকে নিয়ে গিয়েছিল।

ত্রিমুখ মরোটি কিরকান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্যের আদালত ব্যাখ্যা করেছে যে, যদি কোনও অপরাধ এমন কোনও বাড়ির গোপনীয়তার মধ্যে ঘটে যেখানে অভিযুক্তরা তাদের পছন্দের সময়ে এবং পরিস্থিতিতে অপরাধের পরিকল্পনা করার এবং অপরাধ করার সমস্ত সুযোগ পায়, তবে পরিস্থিতিগত প্রমাণের কঠোর নীতির উপর জোর দেওয়া হলে অভিযুক্তের অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালনার পক্ষে প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে। আদালত এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেঃ

১৪) যদি কোনও অপরাধ কোনও বাড়ির গোপনীয়তার মধ্যে ঘটে এবং এমন পরিস্থিতিতে যেখানে হামলাকারীরা তাদের পছন্দের সময়ে এবং পরিস্থিতিতে অপরাধের পরিকল্পনা ও সম্পাদন করার সমস্ত সুযোগ পায়, তবে অভিযুক্তের অপরাধ প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালনার পক্ষে প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হবে যদি আদালত উপরে উল্লিখিত পরিস্থিতিগত প্রমাণের কঠোর নীতির উপর জোর দেয়। কোনও বিচারক কেবল কোনও নির্দোষ ব্যক্তিকে শাস্তি না দেওয়ার জন্য ফৌজদারি বিচারের সভাপতিত্ব করেন না। একজন বিচারকও সভাপতিত্ব করেন যাতে কোনও দোষী ব্যক্তি পালাতে না পারেন। উভয়ই জনসাধারণের কর্তব্য। (স্টারল্যান্ড বনাম দেখুন। পাবলিক পরিচালনার পরিচালক "-অরিজিৎ পাসায়াত, জে পঞ্জাব রাজ্য বনাম কর্ণেল সিং-এর অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত)। আইনটি পরিচালনাকে এমন চরিত্রের প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেয় না যা নেতৃত্ব দেওয়া প্রায় অসম্ভব বা কোনওভাবেই অত্যন্ত কঠিন। পরিচালনার দায়িত্ব হল এমন প্রমাণের নেতৃত্ব দেওয়া যা মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম। এখানে সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার কথা মনে রাখা প্রয়োজন, যেখানে বলা হয়েছে যে, যখন কোনও তথ্য বিশেষভাবে কোনও ব্যক্তির জ্ঞানের মধ্যে থাকে, তখন সেই সত্য সাক্ষ্য করার ভার তার উপর থাকে, এই ধারার সাথে সংযুক্ত দৃষ্টান্ত (খ) এই বিধানের বিষয়বস্তু এবং সুযোগের উপর কিছুটা আলোকপাত করে এবং তাতে লেখা থাকেঃ

'(খ) টিকিট ছাড়া রেলপথে ভ্রমণের জন্য অভিযুক্ত।

'তাঁর কাছে টিকিট ছিল তা সাক্ষ্য করার ভার তাঁর উপর।'

১৫) কোনও বাড়ির ভিতরে গোপনে হত্যার মতো অপরাধ সংঘটিত হলে, মামলাটি প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক বোঝা নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রপক্ষের উপর থাকবে, তবে অভিযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য তার দ্বারা পরিচালিত প্রমাণের প্রকৃতি এবং পরিমাণ পরিস্থিতিগত প্রমাণের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণের মতো হতে পারে না। বোঝা তুলনামূলকভাবে হালকা চরিত্রের হবে। সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বাড়ির বন্দীদের উপর অপরাধটি কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল সে সম্পর্কে একটি দৃঢ় ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বোঝা থাকবে। বাড়ির বাসিন্দারা কেবল চুপ করে থেকে এবং এই অনুমিত ভিত্তিতে কোনও ব্যাখ্যা না দিয়ে পালাতে পারে না যে তার মামলা প্রতিষ্ঠার ভার সম্পূর্ণরূপে পরিচালনার উপর এবং কোনও ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য অভিযুক্তের উপর নির্ভর করে।

XXX, XXX XXX

২১) আমি পরিস্থিতিগত প্রমাণের উপর ভিত্তি করে একটি মামলা যেখানে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পাওয়া যায় না, আইনের আরেকটি নীতি রয়েছে যা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। নীতিটি হল যখন অভিযুক্তের কাছে কোনও অপরাধমূলক পরিস্থিতি রাখা হয় এবং উক্ত অভিযুক্ত কোনও ব্যাখ্যা দেয় না বা এমন কোনও ব্যাখ্যা দেয় যা অসত্য বলে মনে করা হয়, তখন এটি সম্পূর্ণ করার জন্য পরিস্থিতির শৃঙ্খলে একটি অতিরিক্ত যোগসূত্র হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে নেওয়া হয়েছে। [দেখুন তামিলনাড়ু বনাম রাজেন্দ্রন রাজ্য (এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ৬); ইউ. পি বনাম ডঃ রবীন্দ্র প্রকাশ মিত্তল রাজ্য * (এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ৩৯: এ. আই. আর অনুচ্ছেদ ৪০); মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য। সুরেশ ' (এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ২৭); গণেশ লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য' (এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ১৫) এবং গুলাব চাঁদ বনাম এম. পি রাজ্যঃ "(এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ৪)।

২২) যখন একটি আসামির বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর হত্যার অভিযোগ রয়েছে এবং প্রসিকিউশন সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সফল হয় যে, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কিছু আগে তাদের একসাথে দেখা গিয়েছিল বা অপরাধটি এমন একটি বাসস্থানে ঘটেছে যেখানে স্বামী সাধারণত বসবাস করতেন, তখন ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যে, যদি আসামি কোন ব্যাখ্যা না দেয় যে কীভাবে স্ত্রী আঘাত পেয়েছিলেন বা এমন একটি ব্যাখ্যা দেয় যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে এটি একটি শক্তিশালী পরিস্থিতি যা ইঙ্গিত দেয় যে তিনি অপরাধের জন্য দায়ী।

নিকা রাম বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য *-এ দেখা গেছে যে অভিযুক্ত যখন 'খোখরি' দিয়ে বাড়িতে খুন হয়েছিল তখন তার স্ত্রীর সাথে একা ছিল এবং তার সাথে অভিযুক্তের সম্পর্ক টানাপোড়েনপূর্ণ ছিল, তার দ্বারা কোনও দৃঢ় ব্যাখ্যার অভাবে, তার অপরাধের দিকে ইঙ্গিত করবে। গণেশলাল বনাম। মহারাষ্ট্র রাজ্য "আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তার স্ত্রীর হত্যার জন্য মামলা করা হয়েছিল যা তার বাড়ির ভিতরে ঘটেছিল। এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে যখন তার হেফাজতে মৃত্যু ঘটেছিল, তখন আবেদনকারী ধারা ৩১৩ ফৌজদারি কার্যবিধিএর অধীনে তার বিবৃতিতে তার মৃত্যুর কারণের জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য। কোনও ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির সাথে পরিচালনা মামলার নিছক ডি অভিযুক্তের নির্দোষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল, তবে এই অনুমানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে আবেদনকারী তার স্ত্রীকে হত্যার জন্য প্রধান অভিযুক্ত। ইউ. পি. রাজ্যে বনাম ডঃ রবীন্দ্র প্রকাশ মিত্তল চিকিৎসাগত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, স্ত্রী গভীর রাতে বা ভোরে শ্বাসরোধ করে মারা যান এবং কেরোসিন ছিটিয়ে তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। স্বামীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, স্ত্রী নিজেকে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন এবং তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। আত্মীয়দের কাছে স্ত্রীর লেখা চিঠিতে দেখা যায় যে, স্বামী তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল এবং আরও সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁরা দুজনেই রাতে এক ঘরে থাকতেন। এটি বলা হয়েছিল যে পরিস্থিতির শৃঙ্খল সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং স্বামীই তাঁর স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী এই আদালত অভিযুক্তকে খালাস করে হাইকোর্টের রায়কে উল্টে দেয় এবং তাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ৩০৩ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। তামিলনাড়ু রাজ্য বনাম রাজেন্দ্রন-এ "স্ত্রীকে একটি কুঁড়েঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল যা আগুন ধরেছিল। সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে, আসামি এবং তার স্ত্রীকে প্রায় রাত ৯.০০ তার দিখে কুঁড়েঘরে একসাথে দেখা গিয়েছিল এবং সকালে, যখন কুঁড়েঘরটি আগুনে পুড়ে যায়, তখন আসামি ছাদ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তার ব্যাখ্যা ছিল যে এটি একটি দুর্ঘটনাবশত আগুনের ঘটনা, যার ফলে তার স্ত্রীর এবং একটি কন্যার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসা সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীর মৃত্যু শ্বাসরোধজনিত কারণে, অর্থাৎ গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, এবং তা পুড়ে যাওয়া আঘাতের কারণে নয়। এটি বলা হয়েছিল যে, কোনো দ্বিধা ছাড়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে যে, আসামি (স্বামী) ছিলেন অপরাধের কৃত্রিম।"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৩. এটি একটি প্রতিষ্ঠিত আইনগত অবস্থান যে, ঘটনা গুলি অবশ্যই স্ব-প্রমাণকারী হওয়া প্রয়োজন নয় এবং সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী "ঘটনা" শব্দটি "আসল শারীরিক বস্তু" এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ঘটনা আবিষ্কৃত হয় কারণ আসামির দেওয়া তথ্য থেকে তার জ্ঞান বা মানসিক সচেতনতা প্রকাশ পায় যে তা একটি নির্দিষ্ট স্থানে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতেন। এটি একটি বস্তু আবিষ্কার, সেই স্থান থেকে এটি উৎপন্ন হওয়া এবং আসামির তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করে। এটি ভাসন্তা সাম্পত দুওপারে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলার ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া উপকারী হবে, বিশেষত অনুচ্ছেদ ২৩ থেকে ২৯ পর্যন্ত। এগুলি পড়া হলো:

২৩) আবিষ্কারের কারণগুলি গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার সময়, নির্দিষ্ট নীতিগুলি মনে রাখতে হবে। পুলুকুরিতে প্রিভি কাউন্সিল কোটাইয়া বনাম রাজা সম্রাট "এইভাবে ধরে নিয়েছেনঃ (আই. এ. পৃ. ৭৭)

বিভাগের মধ্যে 'আবিষ্কৃত সত্য' কে উৎপাদিত বস্তুর সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা ভুল; আবিষ্কৃত সত্যটি যে জায়গা থেকে বস্তুটি তৈরি করা হয়েছে এবং অভিযুক্তের জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই এই এফ সত্যের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত হতে হবে। অতীত ব্যবহারকারীর তথ্য, বা উত্পাদিত বস্তুর অতীত ইতিহাস, যে পরিবেশে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে তার আবিষ্কারের সাথে সম্পর্কিত নয়। হেফাজতে থাকা কোনও ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত তথ্য যে "আমি আমার বাড়ির ছাদে লুকিয়ে রাখা একটি ছুরি তৈরি করব" একটি ছুরি আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করে না; ছুরি জি বহু বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এটি সেই ঘটনার আবিষ্কারে নেতৃত্ব দেয় যে, একটি চাকু জান্নাতকারীর ঘরে গোপনে রাখা হয়েছে, এবং যদি চাকুটি অপরাধ সংঘটিত করার জন্য ব্যবহৃত হতে প্রমাণিত হয়, তবে আবিষ্কৃত ঘটনা খুবই প্রাসঙ্গিক। কিন্তু যদি বিবৃতিতে 'যেটি দিয়ে আমি ক-কে ছুরিকাঘাত করেছি' এই শব্দগুলো যুক্ত করা হয়, তবে এই শব্দগুলো অগ্রহণযোগ্য হবে কারণ এগুলো জান্নাতকারীর ঘরে চাকুটি আবিষ্কারের সাথে সম্পর্কিত নয়।

২৪) মহম্মদ ইনায়াতুল্লাহ বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য মামলায়, সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার পরিধি ও পরিধি নিয়ে আলোচনা করার সময় আদালত বলেছিল যেঃ (এস. সি. সি. পিপি. ৮৩১-৩২, অনুচ্ছেদ ১১-১৩)

১১) যদিও ধারা ২৭-এর ব্যাখ্যা এবং পরিধি বেশ কয়েকটি কর্তৃত্বপূর্ণ ঘোষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সবসময়ই অসুবিধা থেকে মুক্ত নয়। তাই শুরুতে, বিভাগটির দিকে সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত নজর দেওয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তাগুলি মনে করিয়ে দেওয়া সার্থক হবে। বিভাগটি বলেঃ

'

২৭) অভিযুক্তের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের কতটা সাক্ষ্য করা যেতে পারে-তবে শর্ত থাকে যে, কোনও অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলস্বরূপ কোনও তথ্য যখন কোনও পুলিশ অফিসারের হেফাজতে পাওয়া যায়, তখন এই ধরনের তথ্যের বেশিরভাগই সাক্ষ্য করা যেতে পারে, তা স্বীকারোক্তির সমান হোক বা না হোক, যা এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত তথ্যের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত।

১২) 'শর্ত থাকে যে,' স্বীকারোক্তির সমতুল্য হোক বা না হোক 'এই অভিব্যক্তিটি দেখায় যে এই ধারাটি পূর্ববর্তী বিধানগুলির বিশেষত ২৫ ও ২৬ ধারার ব্যতিক্রম প্রকৃতির। এই ক্ষেত্রে এই ধারাটি কোনও পরিমাণে, ধারা ২৪-এর যোগ্য কিনা তা বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই, এটিও দেখা যাবে যে এই ধারাটি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম শর্তটি হ' ল কোনও অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলস্বরূপ প্রাসঙ্গিক সত্য হলেও কোনও সত্যের আবিষ্কার। দ্বিতীয়টি হ 'ল এই জাতীয় সত্যের আবিষ্কারের বিরুদ্ধে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হবে। তৃতীয়টি হল যে তথ্য প্রাপ্তির সময় অভিযুক্তকে অবশ্যই পুলিশ হেফাজতে থাকতে হবে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল যে কেবলমাত্র 'যতটা তথ্য' এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত সত্যের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত তা গ্রহণযোগ্য।

বাকি তথ্যটি বাদ দিতে হবে। 'স্পষ্টভাবে' এ 'শব্দের অর্থ' সরাসরি ',' নিঃসন্দেহে ',' কঠোরভাবে ',' অনির্বচনীয়ভাবে '। প্রমাণযোগ্য তথ্যের পরিধি সীমাবদ্ধ ও সংজ্ঞায়িত করার জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' এর মাধ্যমে আবিষ্কৃত সত্যের সাথে স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত 'বাক্যাংশটি বিধানের লিঞ্চপিন। এই বাক্যাংশটি অভিযুক্ত দ্বারা সরবরাহ করা তথ্যের সেই অংশকে বোঝায় যা আবিষ্কারের সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক কারণ। পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি এবং বিবৃতির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নেওয়ার কারণ হল, অভিযুক্তের দেওয়া তথ্যের ফলস্বরূপ যদি কোনও তথ্য প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কৃত হয়, তবে এটি সেই অংশের সত্যতার কিছু নিশ্চয়তা প্রদান করে, এবং শুধুমাত্র সেই অংশটি তথ্যের যা আবিষ্কারের স্পষ্ট, সিতাৎক্ষণিক এবং নিকটবর্তী কারণ ছিল। এই ধরনের কোনও নিশ্চয়তা বা আশ্বাস বাকি বিবৃতির সাথে সংযুক্ত নয় যা পরোক্ষভাবে বা দূরবর্তীভাবে আবিষ্কৃত সত্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

১৩) প্রায়শ্চিত্তের সময়ই বলা হয়েছিল যে, এই বিভাগে 'সত্য আবিষ্কৃত' পাই অভিব্যক্তিটি একটি ভৌত বা বস্তুগত সত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুধাবন করা যেতে পারে, এবং এটি কোনও মানসিক সত্যকে অন্তর্ভুক্ত করে না (দেখুন সুখেন বনাম সম্রাট; গনু চন্দ্র কাশিদ বনাম সম্রাট)। এখন এটি মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে গেছে যে 'আবিষ্কৃত সত্য' অভিব্যক্তিটি কেবল উত্পাদিত শারীরিক বস্তুটিকে অন্তর্ভুক্ত করে না, তবে যে জায়গা থেকে ই এটি উত্পাদিত হয় এবং অভিযুক্তের জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত করে (দেখুন পুলুকুরি কোটাইয়া বনাম রাজা সম্রাট); উদয় ভান

বনাম ইউ পি রাজ্য.) "।

(মূল ভাষায় জোর দেওয়া হয়েছে)

২৫) অফতাব আহমদ আনসারি বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য মামলায়, পুলুকুরি কোটায়া মামলার রায় উল্লেখ করার পর, আদালত মৃতদেহের জামাকাপড় জব্দ করার কথা উল্লেখ করেছে, যা আসামি গোপন করেছিল। সেই প্রেক্ষাপটে, আদালত মন্তব্য করেছিল যে (আফতাব আহমেদ আনাসারি মামলা, এসসিসি পৃষ্ঠা ৫৯৬, অনুচ্ছেদ ৪০)

"৪০) প্রকাশ্য বিবৃতি অংশটি, যা বলেছিল যে, আপিলকারী তার কাছে গোপন করা মৃতদেহের জামাকাপড়টি কোথায় ছিল তা দেখাতে প্রস্তুত, স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য, কারণ এটি স্পষ্টভাবে মৃতদেহের জামাকাপড়ের আবিষ্কারের সাথে সম্পর্কিত, যা ঐ স্থান থেকেই উদ্ধার করা হয়।

এই যুক্তি যে আপিলকারীর স্বেচ্ছায় প্রকাশ করা বিবৃতি অনুসারে আবেদনকারীর বোনের বাড়ি থেকে মৃত ব্যক্তির জামাকাপড় উদ্ধার করা হয়েছিল বলে যুক্তির জন্য ধরে নেওয়া হলেও, পরিচালনা সাক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছে যে উদ্ধার করা জামাকাপড়গুলি মৃত ব্যক্তির ছিল এবং তাই জামাকাপড় উদ্ধারকে কোনও অপরাধমূলক পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

২৬. মহারাষ্ট্র বনাম দামু '!-এ এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ (এসসিসি পৃষ্ঠা.২৮৩, অনুচ্ছেদ ৩৫)

৩৫) এখন এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, একটি বস্তুর পুনরুদ্ধার হল না "ঘটনা আবিষ্কার" যা সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭ অনুসারে বর্ণিত। পুলুকুরি কোটায়া বনাম কিং এম্পিরর মামলায় প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তটি সর্বাধিক উদ্ধৃত কর্তৃপক্ষ, যা এই ব্যাখ্যার সমর্থনে ব্যবহৃত হয় যে, "আবিষ্কৃত ঘটনা" হিসাবে ধরা হয় স্থান যেখানে বস্তুটির উৎপত্তি হয়েছে, আসামির তার সম্পর্কে জ্ঞান, তবে দেওয়া তথ্যটি অবশ্যই সরাসরি সেই প্রভাবের সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

'মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম সুরেশ, পঞ্জাব রাজ্য বনাম গরম কৌর, আফতাব আহমেদ আনাসারি বনাম উত্তরাঞ্চল রাজ্য, ভগবান দাস বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি), মনু শর্মা বনাম রাজ্য (দিল্লির এনসিটি) এবং রুমি বোরা দত্ত বনাম আসাম রাজ্য'-এ একই নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৭। এই মামলায়, যেমনটি দেখা যাচ্ছে, পুনরুদ্ধারটি তখন ঘটেছিল যখন আপিলকারী একটি অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ছিলেন, তিনি একজন পুলিশ কর্মকর্তার হেফাজতে ছিলেন, পুনরুদ্ধারটি তার দেওয়া তথ্যের ফলস্বরূপ ঘটেছিল এবং পঞ্চ সাক্ষীরা জব্দকরণ সমর্থন করেছেন এবং তাদের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করার জন্য কিছুই নথিভুক্ত আনা হয়নি।

২৮) উপরন্তু, আরেকটি দিকও লক্ষ্য করা যেতে পারে। 'আবেদনকারী যে পুলিশ অফিসারকে' খ 'খুঁজে বের করতে পরিচালিত করেছিলেন. যে স্থানে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল, এবং যে ট্যাপটিতে তিনি জামাকাপড় ধুয়েছিলেন তা তাঁর আচরণের সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর আচরণের কথা স্পষ্টভাবে বলে। এই প্রসঙ্গে' আমরা প্রকাশ চাঁদ বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) '-এর কর্তৃপক্ষের কাছে লাভের সাথে উল্লেখ করতে পারি যেখানে আদালত এইছ. পি. প্রশাসন বনাম ওম প্রকাশ মামলার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার পরে এইভাবে রায় দিয়েছেঃ (প্রকাশ চাঁদ মামলা, এসসিসি পৃষ্ঠা ৯৫, অনুচ্ছেদ ৮)

৮) .....একজন ব্যক্তির আচরণ এবং তার বিরুদ্ধে যেই অপরাধ অভিযোগ করা হয়েছে, এর মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, যা সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য, যদি সেই আচরণ কোন বিতর্কিত বা প্রাসঙ্গিক ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তদন্তের সময় পুলিশের কাছে যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তা ফৌজদারি কার্যবিধি এর ধারা ১৬২ দ্বারা প্রভাবিত। যা ধারা ১৬২ দ্বারা বাদ দেওয়া হয় তা হল পুলিশের কাছে তদন্তের সময় যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তবে এটি আসামির আচরণের সাথে সম্পর্কিত সাক্ষ্য (যা কোন বিবৃতি নয়) বাদ পড়ে না, যখন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্তের সময় তাকে মুখোমুখি বা প্রশ্ন করেন। উদাহরণস্বরূপ, একটি সহজ ঘটনা, যে একজন আসামি পুলিশ কর্মকর্তাকে নেতৃত্ব দিয়ে চুরির সামগ্রী বা অস্ত্র যেখানে লুকানো ছিল এবং যে অস্ত্রগুলি অপরাধ সংঘটিত করতে ব্যবহৃত হতে পারে, সেই স্থানটি নির্দেশ করেছিল, তা আচরণ হিসেবে সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮ অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য হবে, এই মুহূর্তে আসামির কোনো বিবৃতি, যেটি ঐ আচরণের সাথে সমসাময়িক বা পূর্ববর্তী ছিল, তা যদি সাক্ষ্য আইনের ধারা ২৭ এর আওতায় পড়ে, তাও কোনো প্রভাব ফেলবে না।

২৯) এ. এন. ভেঙ্কটেশ বনাম কর্ণাটক রাজ্য মামলায় এই রায় দেওয়া হয়েছে যেঃ (এস. সি. সি , পৃষ্ঠা.৭২১, অনুচ্ছেদ ৯)

৯) সাক্ষ্য আইনের ধারা ৮-এর ভিত্তিতে, অভিযুক্ত ব্যক্তির আচরণ প্রাসঙ্গিক, যদি এই ধরনের আচরণ কোনও বিষয় বা প্রাসঙ্গিক তথ্যকে প্রভাবিত করে বা প্রভাবিত করে। পরিস্থিতির প্রমাণ, সহজতর, যে অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ করে যে, যে জায়গায় অপহৃত ছেলেটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল এবং আপনার দেহটি বের করে দেওয়া হয়েছিল, সেই জায়গাটি ধারা ৮-এর অধীনে আদি আচরণ হবে, এই বিষয়টি নির্বিশেষে যে অভিযুক্তের দ্বারা সমসাময়িকভাবে বা পূর্ববর্তীভাবে দেওয়া বিবৃতি প্রকাশ চাঁদ বনাম রাজ্য (দিল্লি প্রশাসন) মামলায় এই আদালত কর্তৃক ধার্য ধারা ২৭-এর আওতায় পড়ে বা না পড়ে। এমনকি যদি আমরা ধরে নিই যে আবেদনকারী-অভিযুক্তদের (প্রাক্তন পি-১৫ এবং পি-১৬) প্রকাশ করা বিবৃতি সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এটি ৮ ধারার অধীনে প্রাসঙ্গিক। তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং পিডব্লিউ ১,২,৭ এবং পিডব্লিউ ৪-এর সাক্ষ্য যে অভিযুক্তরা তাদের ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল এবং যেখানে মৃতদেহটি সমাহিত করা হয়েছিল সেই জায়গাটি নির্দেশ করেছিল, তা অভিযুক্তের আচরণ হিসাবে ৮ ধারার অধীনে একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। যে জায়গায় মুক্তিপণ দাবি পূরণ করতে হবে সেখানে এ-১ এবং এ-২-এর উপস্থিতি এবং পুলিশ দলকে দেখে তাদের পালানোর পদক্ষেপ একটি প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি এবং সাক্ষ্য আইনের ৮ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৪) এই আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা নীতি প্রয়োগ করে, আপিল নং-এর বিরুদ্ধে নথিভুক্ত অপরাধের ফলাফল নিশ্চিত করতে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই ১-আসর মহম্মদ,

১৫) প্রশ্নটি হল, অন্য দুই আবেদনকারী, যেমন, আসরফ মহম্মদ এবং আখতার মহম্মদের বিরুদ্ধে একই সাক্ষ্য বা প্রমাণিত পরিস্থিতি ব্যবহার করা যেতে পারে কি না। নিঃসন্দেহে, সহ-অভিযুক্ত-আসার মহম্মদ (আপিল নং ১)-এর স্বীকারোক্তি ছাড়া, রাষ্ট্রপক্ষ এমন কোনও স্বাধীন সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি যা দূরবর্তীভাবেও ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারী ২ এবং ৩ জন জাহিদা ও ইশলামের হত্যার সাথে জড়িত ছিল। এতদিনে, এটি ভালভাবে স্থির হয়ে গেছে যে সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি নিজেই অন্য অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তি হতে পারে না যদি না অপরাধ পরিচালনায় তাদের জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আরও কিছু উপস্থাপন করা হয়। এই আদালত কাশ্মিরা সিং বনাম রাজ্য বনাম মধ্যপ্রদেশ, প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ভুবনী সাহু বনাম রাজ্য, পেরিয়াস্বামী মূপান, ইন রে এবং এম্পেরর বনাম ললিত মোহন চকারবট্টির উপর নির্ভর করে, আসামির স্বীকারোক্তির কার্যকারিতা এবং এটি কি সহ-অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায় কিনা তা ব্যাখ্যা করেছে। কাশ্মিরা সিংয়ের ব্যাখ্যাটি এই আদালতের সংবিধান বেঞ্চে হরিচরণ কুর্মী বনাম রাজ্য বনাম বিহারের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, বিশেষ করে অনুচ্ছেদ১২, যা এভাবে পড়া যায়:

"১২) যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে ইঙ্গিত করেছি, এই প্রশ্নটি বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বেশ কয়েকবার বিবেচনা করা হয়েছে এবং এটি ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যে একটি স্বীকারোক্তি সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না যা সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মূল সাক্ষ্য ,

ব্যক্তি। একটি ফৌজদারি মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে পরিচালনা অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে, সেখানে যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় এই ধরনের অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য সাক্ষ্য বিবেচনা করা, এবং যদি উক্ত সাক্ষ্য সন্তোষজনক বলে মনে হয় এবং আদালত এই রায় দিতে আগ্রহী হয় যে উক্ত প্রমাণটি উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রণীত অভিযোগকে সমর্থন করতে পারে, তবে আদালত স্বীকারোক্তির দিকে ফিরে আসে যাতে সে নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারে যে অন্য সাক্ষ্য থেকে যে সিদ্ধান্তে আসতে চায় তা সঠিক। যেমন সম্রাট বনাম লরেন্স জেনকিন্স দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল। ললিত মোহন-এর স্বীকারোক্তি শুধুমাত্র "সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অন্যান্য প্রমাণের আশ্বাস দেওয়ার" জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পেরিয়াস্বামী মূপান-এ, বিচারপতি ইনে রেইলি, পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ধারা ৩০-এর বিধান এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

যেখানে সহ-অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে, যদি বিশ্বাস করা হয়, তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সমর্থনে, তবে ধারা ৩০-এ বর্ণিত স্বীকারোক্তিকে সেই সাক্ষ্য বিশ্বাস করার অতিরিক্ত কারণ হিসাবে স্কেলে নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

ভুবোনি সাহু বনাম. আর. প্রিভি কাউন্সিল একই মতামত প্রকাশ করেছে। স্যার জন বিউমন্ট যিনি বোর্ডের পক্ষে কথা বলেছেন, পর্যবেক্ষণ করেছেন যেঃ

সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি স্পষ্টতই খুব দুর্বল ধরনের প্রমাণ। এটি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩-এ অন্তর্ভুক্ত 'প্রমাণ'-এর সংজ্ঞার মধ্যে আসে না। এটি শপথের ভিত্তিতে বা অভিযুক্তের উপস্থিতিতে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং এটি জেরা দ্বারা পরীক্ষা করা যায় না। এটি একজন অনুমোদকের প্রমাণের তুলনায় অনেক দুর্বল ধরনের প্রমাণ, যা এই দুর্বলতাগুলির কোনওটির সাপেক্ষে নয়। তবে ধারা ৩০-এ বলা হয়েছে যে আদালত কাজ করতে পারে; তবে ধারাটি বলে না যে স্বীকারোক্তি প্রমাণের সমান। স্পষ্টতই অন্য সাক্ষ্য থাকতে হবে।

মামলায় প্রমাণিত সমস্ত তথ্যের বিবেচনার ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি কেবল একটি উপাদান; এটি সিল করা যেতে পারে এবং অন্যান্য প্রমাণের সাথে ওজন করা যেতে পারে।

এটি লক্ষ্য করা যায় যে, ধারা ৩০-এর বিধানগুলির ফলস্বরূপ, স্বীকারোক্তিকে একটি সাধারণ উপায়ে প্রমাণের পরিমাণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ আদালত যা বিবেচনা করে তা প্রমাণ; আদালত যে পরিস্থিতিগুলি বিবেচনা করে সেই পরিস্থিতিগুলি সেই সাধারণ অর্থে প্রমাণের সমান, সুতরাং, যদিও স্বীকারোক্তিকে সেই সাধারণ অর্থে সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে কারণ ধারা ৩০-এর বিধানগুলির কারণে, সত্যটি রয়ে গেছে যে এটি আইনের ধারা ৩ দ্বারা সংজ্ঞায়িত সাক্ষ্য নয়। ফলস্বরূপ, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে, আদালত উক্ত প্রমাণের গুণমান ও প্রভাব সম্পর্কে মতামত গঠনের পরে কোনও সহ-অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি দিয়ে শুরু করতে পারে না, তারপরে অপরাধের উপসংহারের আশ্বাস পাওয়ার জন্য স্বীকারোক্তির দিকে ফিরে যাওয়া জায়েয, যা বিচার বিভাগীয় মন উক্ত অন্যান্য প্রমাণের উপর পৌঁছতে চলেছে। সংক্ষেপে বলা হয়েছে, এটি ধারা ৩০-এ অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলির প্রভাব। 'কাশ্মীরা সিং বনাম এমপি রাজ্যের মামলায় এই আদালত একই মতামত প্রকাশ করেছে। যেখানে ভুবোনি সাহু মামলার প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুমোদনের সাথে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৬) উপরোক্ত বিবেচনায়, শুধুমাত্র পুলিশকে দেওয়া আসামি নং ১ এর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আসামি নং ২ এবং ৩ এর বিরুদ্ধে মামলা চালানো অনুমোদিত নয়, যদিও স্বীকারোক্তির প্রাসঙ্গিক অংশ গ্রহণযোগ্য এবং সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

যেহেতু জাহিদা ও ইশলামের হত্যার জন্য আপিলকারী নং ২ এবং ৩-এর জড়িত থাকার কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তাই ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। এটি আরও কারণ যে অভিযোগটি তৈরি করা হয়েছে, তা ধারা ৩০২-এর অধীনে অপরাধের জন্য সহজতর এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩৪ বা ধারা ১২০-খ-এর সাথে পঠিত ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য নয়। এই বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও সাক্ষ্য পেশ করা হয়নি, ফলস্বরূপ, আপিলকারীর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে দুটি আদালত দ্বারা নথিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অপরাধের সাক্ষ্য এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ৩-কে তথ্য বা আইনের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় না। অতএব, এই আপিলকারীদের ভারতীয় দণ্ডবিধি -র ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে খালাস দিতে হবে।

১৭) পরবর্তী প্রশ্নটি হল আবেদনকারী নং২ এবং ৩ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে কি না। আবেদনকারী নং২ এবং ৩-কে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না এই বিষয়টি তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে অপরাধ থেকে মুক্ত করে না। আমরা এটি বলি কারণ প্রমাণিত পরিস্থিতি থেকে বোঝা যায় যে. নথিতে কোনও সন্দেহ নেই যে জাহিদা এবং ইশলাম আবেদনকারীদের সাথে একই বাড়িতে থাকতেন। উপরন্তু, জাহিদা আবেদনকারী নং ৩-এর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন এবং ইশলাম জাহিদার সাথে বিবাহ বন্ধনে জন্মগ্রহণকারী আবেদনকারী নং ৩-এর পুত্র ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। জাহিদা ছিলেন আবেদনকারী নং ২০১-এর সৎ মা। এবং ২ এবং ইশলাম তাদের সৎ ভাই ছিল। এই সম্পর্ক নিয়ে কোনও বিতর্ক হয়নি। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে জাহিদা এবং ইশলাম হঠাৎ করে দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই, আবেদনকারী নং২ এবং ৩ দ্বারা জাহিদা এবং ইশলামকে খুঁজে বের করার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি এবং তারা স্থানীয় পুলিশকে এই বিষয়টি জানানোর প্রয়োজনও মনে করেনি। এটি অবশ্যই আবেদনকারী নং ৩, জাহিদার স্বামী এবং নাবালক পুত্র ইশলামের বাবার স্বাভাবিক আচরণ বা আচরণ হতে পারে না। উপরন্তু, আবেদনকারী নং২ এবং ৩ আবেদনকারী নং ১-আসার মোহাম্মদের অনুরোধে তাদের বাড়ির পিছনের উঠোনে পাওয়া সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে পাওয়া দুটি মৃতদেহের পরিচয়কে চ্যালেঞ্জ করেনি। জাহিদা ও ইশলামের আকস্মিক অন্তর্ধানের বিষয়ে কেন তাঁরা কোনও ব্যাখ্যা দেননি (দু 'মাস পর তাঁদের বাড়ির পিছনের উঠোনে সেপটিক ট্যাঙ্ক থেকে তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত)।' এর পরিণতি হলো, আবেদনকারীনং ২ এবং ৩ জানতেন যে জাহিদা এবং ইশলামকে হত্যা করা হয়েছে এবং তাদের মৃতদেহ তাদের বাড়ির পেছনের সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলা হয়েছে, এবং তবুও তারা ওই তথ্যটি প্রকাশ করেননি, আবেদনকারীনং ১ - আসর মোহাম্মদ, অপরাধী, কে আইনি শাস্তি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

অন্য কথায়, যদিও সেই বিষয়ে আইনি প্রমাণের অভাবে তাদের জাহিদা ও ইশলামের হত্যার জন্য দায়বদ্ধ করা যায় না, তবুও তারা অবশ্যই প্রমাণিত পরিস্থিতি থেকে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে অপরাধ করার জন্য দোষী হবে এবং তাদের আচরণ সম্পর্কে কোনও ব্যাখ্যা দিতে তাদের চরম ব্যর্থতা, অনেক কম দৃঢ় ব্যাখ্যা। অনিবার্য ও বৈধ উপসংহারটি অনুমান করা হবে যে তারা ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধে দোষী, যার জন্য তাদের যথাযথভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং বিচার আদালতদ্বারা সাজা দেওয়া হয়েছে এবং ট্রায়াল কোর্টের কোন মতামত হাইকোর্ট দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, আপিলকারী নং২ এবং ৩-এর দায়ের করা আপিল আংশিকভাবে সফল হবে কেবলমাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধি-র ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য তাদের খালাস দেওয়ার মাত্রায়।

১৮) উপরের বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ১ নং আপিলকারী-আসর মোহাম্মদের দায়ের করা আপিল খারিজ করা হয়েছে। যেখানে, যথাক্রমে আবেদনকারী 'নং২ এবং ৩-আস্তফ মহম্মদ এবং আখতারের দায়ের করা আপিলটি আংশিকভাবে অনুমোদিত, ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য তাদের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত করা দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তবে তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ২০১-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বহাল রাখা হয়েছে। সেই অনুযায়ী আদেশ দেওয়া হয়েছে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠির আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

Shyamal Gupta